গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন
প্রশাসন শাখা
gcc.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৮.১২.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের ১০ম মাসিক সভার কার্যবিবরণীঃ-

সভাপতি	ঃ	জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মেয়র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
সভার স্থান	ঃ	অঞ্চল-০১, (টঙ্গী),এর সম্মেলন কক্ষ, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
সভার তারিখ	ঃ	১৮.১২.২০১৯ খ্রিঃ, রোজ বুধবার।
সভার সময়	ঃ	বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত/অনুপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দের নামের তালিকা ঃ পরিশিষ্ট "ক"

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভাঃ) সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর আলোচ্য সূচির আলোকে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ঃ-

আলোচ্যসূচী -০১ ঃ বিগত মাসিক সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন :-

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০১.	সভার সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভাঃ) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বিগত মাসিক সভার কার্যবিবরণী সভায় পড়ে শুনান।	বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে উহা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সচিব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

আলোচ্যসূচী -০২ ঃ চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা;

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
০২.	সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ পাঞ্জর আলী সাহেব বিগত ১৩/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন)। মাননীয় মেয়র মহোদয়ের বক্তব্যের সূত্র ধরে উপস্থিত কাউন্সিলরগন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনায় জানান যে, অত্র সিটি কর্পোরেশনের ৩২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মরহুম জনাব মোঃ পাঞ্জর আলী একজন সৎ, দক্ষ, নীতিবান ও জনপ্রিয়	সিদ্ধান্ত- সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:- ক) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মরহুম জনাব মোঃ পাঞ্জর আলীর মৃত্যুতে সর্বসম্মত ভাবে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। খ) মরহুম জনাব মোঃ পাঞ্জর আলীর নামে ৩২ নং ওয়ার্ডের ১ টি রাস্তা নামকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সচিব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

	জনপ্রতিনিধি ছিলেন। জনগনের সাথে মরহুমের সভীর সম্পর্ক ছিল। তাই উক্ত এলাকার জনগন তাঁকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে বার বার নির্বাচিত করেছেন। তিনি একজন সদালাপি মানুষ ছিলেন। তিনি সারাজীবন এলাকার মানুষের কল্যানের বিষয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন একজন দক্ষ ও যোগ্য এবং সৎ জনপ্রতিনিধি হারিয়েছেন। সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগন জানান যে, মরহুমের অবদানের কথা স্মরণ করে ৩২ নং ওয়ার্ডের ১টি রাস্তা মরহুম জনাব মো: পাঞ্জর আলীর নামে নাম করণের প্রস্তাব করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মাননীয় মেয়র মহোদয় জানান যে, মরহুম জনাব মো: পাঞ্জর আলী সারাজীবন মানব কল্যানে কাজ করে গেছেন। তিনি জনপ্রতিনিধি হয়েও সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করেছেন। তিনি একজন ন্যায় পরায়ান, আদর্শবান, জনবান্ধব ও জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধি ছিলেন। মানব সেবাই ছিল তার আদর্শ। তাঁর মৃত্যুতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন একজন জনপ্রিয় জনপ্রতিনিথি হারালো। সভায় তাঁর মৃতুতে শোক প্রস্তাব উথাপন করেন। মরহুমের নামে ৩২ নং ওয়ার্ডে ১ টি রাস্তা নামকরনের প্রস্তাবের সাথে তিনি একমত পোষন করেণ। মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সভায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মরহুমের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।		

০৩. বিশ্ব ইজতেমা ২০১৯ সুষ্ঠু, সুন্দর ও সু-শৃংখলভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, প্রতি বছরের ন্যায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন টঙ্গীতে এবারও ১০-১২ জানুযারী, ২০২০ প্রথম পর্ব এবং ১৭-১৯ জানুযারী, ২০২০ দ্বিতীয় পর্ব "বিশ্ব ইজতেমা" অনুষ্ঠিত হবে। এতে বাংলাদেশসহ বহি:বিশ্ব থেকে আগত আনুমানিক ৫০ লক্ষ ধর্মপ্রান মুসলমান জমায়েত হবেন। পবিত্র হজ্জের পর ইহা মুসলমানের ২য় বৃহত্তম	সিদ্ধান্ত- সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:- ক) বিশ্ব ইজতেমা ২০২০ সফল ভাবে সম্পন্ন করার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য কাউন্সিলরগনকে অনুরোধ জানিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সংশ্লিষ্ট কমিটি

ধর্মীয় জমায়েত। আগত দেশী ও বিদেশী মেহমানদের ইজতেমা চলাকালীন সময়ে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইজতেমা প্যান্ডেলের জন্য চট, বাঁশ, খুঁটি, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন, পাশ্ববর্তী সড়ক মেরামত ও সংস্কার, বালি দ্বারা মাঠ ভরাট করণ, মশক নিধন, পর্যাপ্ত ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবা, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ, অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা মশার ঔষধ ছিটানোসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদন করা হয়। এছাড়া বিশ্ব-ইজতেমায় নিয়োজিত বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা ও অন্যান্য সরকারি বেসরকারি সংস্থার জন্য নিয়ন্ত্রন কক্ষ, অস্থায়ী শৌচাগার, পুলিশ ও র‍্যাবের জন্য ওয়াচটাওয়ার নির্মাণসহ বিভিন্ন সহযোগিতামূলক সেবা প্রদান করা হয়। এতে সিটি কর্পোরেশনের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। এছাড়া বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন ও তদারকি করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া দরিদ্র মুসল্লীসহ বিভিন্ন সংস্থার লোকজনকে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ, বিভিন্ন ডিজিটাল ব্যানার তৈরী ও লাগানো, পানি ছিটানো, বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া জরুরী অন্য যে কোন কাজ করার জন্য সিটি কর্পোরেশন সার্বক্ষনিক প্রস্তুত থাকে। মাননীয় মেয়র মহোদয় বিশ্ব ইজতেমা, ২০২০ সফল করার জন্য কাউন্সলরগনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেণ। সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগন জানান যে, বিশ্ব ইজতেমা বাংলাদেশের জন্য সম্মানের বিষয় এবং গাজীপুরবাসীর অহংকার। বিশ্ব ইজতেমা সফল ভাবে সম্পন্ন করার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেণ এবং প্রয়োজনীয় সকল কার্যাবলী জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদনের জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন।	খ) বিশ্ব ইজতেমার নিম্নেবর্ণিত কাজগুলো জরুরী এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ বিধায় আর,এফ,কিউ, এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
১.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষে ইজতেমা মাঠ সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মধুমিতা ও আনারকলি রোডে সড়ক বাতি স্থাপনের লক্ষে এল ই ডি বাতি ও প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় করণ।	৪,৯৫,৭০৯/-	সংশ্লিষ্ট কমিটি
২.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষে ইজতেমা মাঠ সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঢাকা-ময়মনসিংহ	৪,৮৭,৫৮৪/-	

	রোডের উভয় পার্শ্বে ও শহীদ সুন্দর আলী রোডে সড়ক বাতি স্থাপনের লক্ষে এল ই ডি বাতি ও প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় করণ।		
৩.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষে ইজতেমা মাঠ সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের উভয় পার্শ্বে ও শহীদ সুন্দর আলী রোডে সড়ক বাতি স্থাপনের লক্ষে সার্ভিস ক্যাবল (২৫ আর এম জিনেট) ক্রয় করণ।	৪,৮৯,৯০০/-	
৪.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষে পুলিশ, র‍্যাব, ডিজি এফ আই এর অস্থায়ী আবাস স্থল, জিসিসি, ডিসি, র‍্যাব, ডিবি, এসবি, ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোলরুম এবং পুলিশের ১১টি সাব কন্ট্রোলরুম সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প সমূহে রাত্রি কালীন নিরাপত্তার জন্য বিদ্যুৎতায়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় করণ।	৪,৯৫,১৮০/-	
৫.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে সকল গেইট, কন্ট্রোলরুম, দেওয়ালে ডিজিটাল ব্যানার প্রস্তুত ও স্থাপন এবং দেওয়াল পরিষ্কার ও রং করণ।	৪,৮০,০০০/-	
৬.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে ইজতেমা প্রদর্শন ডিজিটাল ব্যানার স্থাপন করণ (১ম অংশ)।	৪,৮৫,০০০/-	
৭.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও জেলা প্রশাসক গাজীপুর কন্ট্রোল রুম তৈরী করণ।	৪,৯০,০০০/-	
৮.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে র‍্যাব কন্ট্রোল রুম, র‍্যাব মেডিকেল সেন্টার, র‍্যাব থাকার রুম তৈরী করণ।	৪,৯৫,০০০/-	
৯.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে পুলিশের কন্ট্রোল রুম, পুলিশ সাব কন্ট্রোল রুম তৈরী করণ।	৪,৯২,০০০/-	
১০.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, সিভিল সার্জন গাজীপুর, সাংবাদিক, আনসার ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুম ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র তৈরী করণ।	৪,৯৭,০০০/-	
১১.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কন্ট্রোল রুমে ভি আই পি টয়লেট নির্মাণ করণ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে টয়লেট নির্মাণ কাজ।	৪,৯৮,০০০/-	
১২.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে পুলিশের ব্যবহারের জন্য ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ (১ম অংশ)।	৪,৯৯,০০০/-	
১৩.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে পুলিশের ব্যবহারের জন্য ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ (২য় অংশ)।	৪,৯৯,০০০/-	
১৪.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে র‍্যাব এর ব্যবহারের জন্য ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ (১ম অংশ)।	৪,৯৯,০০০/-	
১৫.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে র‍্যাব এর ব্যবহারের জন্য ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ (২য় অংশ)।	৪,৯৮,০০০/-	
১৬.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে গেইট নির্মাণ। (১ম অংশ)।	৪,৯৭,০০০/-	
১৭.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে পুলিশের ব্যবহারের জন্য অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ।(১ম অংশ)	৪,৯৮,০০০/-	
১৮.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে পুলিশের ব্যবহারের জন্য অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ। (২য় অংশ)	৪,৯৮,০০০/-	
১৯.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে ঔষধ বিতরণ। (১ম অংশ)	৪,৯৮,০০০/-	
২০.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে ঔষধ বিতরণ। (২য় অংশ)	৪,৯৮,০০০/-	
২১.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে কন্ট্রোলরুমে আপ্যায়ন।	৪,৯৫,০০০/-	
২২.	বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ উপলক্ষ্যে মুসুল্লিদের মধ্যে খাবার বিতরন।(১ম অংশ)	৪,৯৭,০০০/-	

২৩.	ইজতেমা মাঠের ২৭ নং টয়লেট ব্লক হতে পানির পাম্প পর্যন্ত রাস্তা মেরামত কাজ।	৪,৯৯,০০০/-	
২৪.	ইজতেমা মাঠের ২২ নং টয়লেট ব্লক হতে ২৩ নং টয়লেট ব্লক পর্যন্ত রাস্তা মেরামত কাজ।	৪,৯৭,০০০/-	
২৫.	কামারপাড়া ব্রীজের নীচে বাঁশের বেড়া ও বালি ফিলিং	৪,৮৫,৭০০/-	
২৬.	র‍্যাব কন্ট্রোল রুমের জন্য অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ ।	৪,৯৫,৩০০/-	
২৭.	সাংবাদিক, বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এর জন্য অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ।	৪,৯৪,০০০/-	
২৮.	বিশ্ব ইজতেমা ময়দান উচ্চ জলাদার সংলগ্ন স্থাপিত উৎপাদক নলকূপ মেরামত, কলাম পাইপ বর্দ্ধীত করন ও প্যানেলবোর্ড করণ কাজ।	৪,৯৮,৪৫০/-	
২৯.	বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে ভি.আই.পি. ক্যাম্পে ১নং স্থাপিত উৎপাদক নলকূপ মেরামত, কলাম পাইপ বর্দ্ধীত করণ কাজ।	৪,৯৫,১১০/-	
৩০.	বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে DPHE কর্তৃক স্থাপিত উৎপাদক নলকূপ মেরামত, কলাম পাইপ বর্দ্ধীত করণ কাজ।	৪,৯৮,০৭০/-	
৩১.	বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে ইজতেমা ময়দানে ভি.আই.পি. ক্যাম্প এর আশে পাশে পাইপ লাইন লিকেজ, সুইচ ভাল্ব মেরামত করণ কাজ।	৪,৯৮,১০০/-	

০৪. চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিষয় আলোচনা;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
সভায় উপস্থিত সিটি কর্পোরেশনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলীগন প্রকৌশল বিভাগের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সভায় উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে স্ব স্ব জোনের নির্বাহী প্রকৌশলীগন তাদের কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে সভাকে অবহতি করেন। উপস্থিত কাউন্সিলরগন জানান যে, বর্তমানে মাননীয় মেয়র মহোদয় উন্নয়নের কার্যক্রম ও রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ হাতে নিয়েছেন। এতে জনগন উন্নয়নসহ সার্বিক বিষয়ে আশাবাদী এবং খুবই আনন্দিত। উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জোনের প্রকৌশলীগন জানান যে, নিম্নেবর্ণিত প্রকল্পগুলি জরুরী। তাই প্রকল্পগুলি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন।	সিদ্ধান্ত- সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:- ক) চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজের গুনগত মান ঠিক রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) উপরোক্ত প্রকল্পগুলো অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
১.	ক) জয়দেবপুর বাজার কিচেন মার্কেটের ৩য় ও ৪র্থ তলার (ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন) নির্মাণ কাজ। খ) জয়দেবপুর বাজার কিচেন মার্কেটের নীচ তলা ও ২য় তলার মেরামত ও সংস্কার কাজ। গ) জয়দেবপুর বাজার কিচেন মার্কেটের নীচ তলা হতে ৪র্থ তলা পর্যন্ত ইলেকট্রিকেল কাজ।	৭,০৮,২৫,৭৪০.০৫	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

২.	ক) জয়দেবপুর বাজার কিচেন মার্কেটের অতিরিক্ত সিড়ি ও র‍্যাম নির্মাণ কাজ। খ) জয়দেবপুর বাজার কিচেন মার্কেটের লিফট কোর নির্মাণ কাজ। গ) জয়দেবপুর বাজার কিচেন মার্কেটের ৪র্থ তলার প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল স্ট্রাকচার দ্বারা সেড নির্মাণ গ) জয়দেবপুর বাজার কিচেন মার্কেটের অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থাসহ লিফট, জেনারেটর ও সাব-ষ্টেশন স্থাপন কাজ।	৬,৩৩,৭০,২৯৮.০৫	

০৫. রাজস্ব বিষয়ক আলোচনা;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
আলোচনা :- সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগন জানান যে, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভয়াবহ ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। এতে গাজীপুরসহ সারা দেশে মাননীয় মেয়র এর সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যা। এ প্রসঙ্গে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জানান যে, বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ আগত দুই পর্বের বিশ্ব ইজতেমার লক্ষ লক্ষ মুসল্লীর ময়লা আবর্জনা অপসারণে সমস্যা হবে। তাই অতিরিক্ত ট্রাক ও শ্রমিকের প্রয়োজন হতে পারে। তিনি আরও জানান যে, ১ম পর্বের পর ২য় পর্বের পূর্বের ময়লা আবর্জনা দ্রুত অপসারণ করে মাঠ ২য় পর্বের জন্য প্রস্তুত করাটাই কষ্টসাধ্য। এ বিষয়ে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেণ।	সিদ্ধান্তঃ- সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমার ময়লা আবর্জনা দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপসারনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। প্রয়োজনে অতিরিক্ত ট্রাক ও শ্রমিক নিয়োগ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

০৬. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে আলোচনা;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা/বিভাগ
আলোচনা :- সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগন জানান যে, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভয়াবহ ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। এতে গাজীপুরসহ সারা দেশে মাননীয় মেয়র এর সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যা। এ প্রসঙ্গে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা জানান যে, বিশ্ব ইজতেমা-২০২০ আগত দুই পর্বের বিশ্ব ইজতেমার লক্ষ লক্ষ মুসল্লীর ময়লা আবর্জনা অপসারণে সমস্যা হবে। তাই	সিদ্ধান্তঃ- সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে বিশ্ব ইজতেমার ময়লা আবর্জনা দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপসারনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। প্রয়োজনে অতিরিক্ত ট্রাক ও শ্রমিক নিয়োগ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

অতিরিক্ত ট্রাক ও শ্রমিকের প্রয়োজন হতে পারে। তিনি আরও জানান যে, ১ম পর্বের পর ২য় পর্বের পূর্বের ময়লা আবর্জনা দ্রুত অপসারণ করে মাঠ ২য় পর্বের জন্য প্রস্তুত করাটাই কষ্টসাধ্য। এ বিষয়ে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।		

বিবিধ:-১ সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, বিশ্ব ইজতেমায় দেয়ার জন্য ৬০০ ব্যারেল ব্লিচিং পাউডার এবং ২,০০০ লিটার কেরোসিনের প্রয়োজন রয়েছে। যাহা জরুরী ভিত্তিতে ক্রয় করা প্রয়োজন। উপস্থিত কাউন্সিলরগন উক্ত মালামাল জরুরী ভিত্তিতে অগ্রীমের মাধ্যমে ক্রয়ের প্রস্তাব করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনান্তে প্রয়োজনীয় ব্লিচিং পাউডার ও কেরোসিন তৈল অগ্রীমের মাধ্যমে ক্রয়ের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহিত হয়।	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
বিবিধ:-২ সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, বিশ্ব ইজতেমার বিবাদমান দুই মুসুল্লিগণের মধ্যে মতভেদ থাকয় বিশ্ব ইজতেমার কাজ দুই পর্বের জ্য অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হচ্চে। এই স্বল্প সময়ের বিপুল পরিমান চট সরবরাহ করা খুবই জটিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হত উহা সরাসরি ক্রয় করতে হবে। উহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হতে পারে। উপস্থিত কাউন্সিলরগণ জানান যে, কাজটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উহা অগ্রীমের মাধ্যমে সরাসরি ক্রয়ের প্রস্তাব করেন।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনান্তে আনুমানিক প্রায়৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার চট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে অগ্রীমের মাধ্যমে সরাসরি ক্রয়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
বিবিধ:-৩ সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, বিশ্ব ইজতেমা শুরুর পূর্বেই সমগ্র ইজতেমা ময়দান, সমস্ত ড্রেন এবং আশে পাশের এলাকা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়েছে। ইজতেমা শেষ হওয়ার পরও পরিস্কার করতে হবে। এতে প্রায় ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার প্রয়োজন। উপস্থিত কাউন্সিলরগন জানান যে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইজতেমার প্রধান কাজ। তাই ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা খরচের অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনান্তে ইজতেমার পূর্বে, ইজতেমা চলাকালীন সময়ে এবং ইজতেমা পরে মোট ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার খরচের অনুমোদন দেয়া হয়।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
বিবিধ:-৪ সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, বিশ্ব ইজতেমায় আগত মুসুল্লিদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য ১ লক্ষ বোতল পানি, ৬০,০০০ বাল্ব এবং মুসল্লীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হবে। যার আনুমানিক মূল্য ১৫,০০,০০০/- টাকা। এছাড়া মুসল্লীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফল বিতরণ করা হবে। উক্ত খাতে সর্বমোট আনুমানিক ২০,০০,০০০/- টাকা খরচ হতে পারে। উপস্থিত কাউন্সিলরগণ জানান যে, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের বর্ণিত উদ্যেগটি খুবই ভালো। এতে সিটি কর্পোরেশনের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। উক্ত খাতে ২০,০০,০০০/- টাকার খরচের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনান্তে উক্তখাতে ২০,০০,০০০/- টাকার খরচের অনুমোদন দেয়া হয়।	সংশ্লিষ্ট কমিটি

বিবিধঃ-৫ সভায় উপস্থিত সিটি কর্পোরেশনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীগন জানান যে, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ তথা রাস্তা প্রসস্তকরণ,ড্রেন নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য দোকান ,বাড়ীঘর ও স্থাপনা ভাঙ্গতে হয়। এই জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য সিটি কর্পোরেশনে আবেদন করেন। এ প্রসঙ্গে উপস্থিত কাউন্সিলরগণ জানান যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য ১টি যাচাই বাছাই কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	সভায় বর্নিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে উন্নয়নকাজে দোকানপাট, বাড়ীঘর ও স্থাপনা ভাঙ্গার/অপসারণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য নিম্নরুপভাবে ১টি কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ১. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, কাউন্সিলর ৩৩ নং ওয়ার্ড,-- সভাপতি, ২. জনাব মোঃ রেজাউল বারী, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, -- সদস্য, ৩. জনাব মোঃ মোছলেম উদ্দিন চৌধুরী, কাউন্সিলর ১৬ নং ওয়ার্ড,-- সদস্য, ৪. জনাব মোঃ কাউসার আহম্মেদ, কাউন্সিলর ০৭ নং ওয়ার্ড, -- সদস্য, ৫. জনাব মোঃ নুরুজ্জামান মৃধা, সম্পত্তি কর্মকর্তা, -- সদস্য, ৬. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী,-- সদস্য সচিব।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
বিবিধঃ-৬ সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগন জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে সরকারি এবং সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বিপুল পরিমান উন্নয়ন কাজ হচ্ছে। এছাড়া ইজতেমা প্রতি বৎসর গাজীপুর টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত হয়। সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তা ধুলাবালি এবং বিশ্ব ইজতেমার জন্য পানি ছিটানোর নিমিত্তে ওয়াটার বাউজার বা পানি ছিটানোর গাড়ী প্রয়োজন। সভায় জরুরী ভিত্তিতে ৪টি পানি ছিটানোর গাড়ী/ওয়াটার বাউজার ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়।	সভায় বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনান্তে ২০,০০০ লিটারের ২টি এবং ১৩,০০০ লিটারের ২টি পানি ছিটানোর গাড়ী বা ওয়াটার বাউজার গাড়ী ক্রয়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহিত হয়। প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র লিখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
বিবিধঃ-৭ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের **মামলা সমূহ পরিচালনার জন্য আইনজীবি প্যানেল নিয়োগঃ** সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার পর হতে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মামলা মোকাদ্দমা হচ্ছে। অনেক মামলা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে উক্ত মামলা পরিচালনার জন্য কোন বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা প্যানেল নেই। ফলে বালাদেশ সুপ্রিম কোর্টে মামলা পরিচালনা, কোর্টের বিভিন্ন রুলের জবাব, আরজি লিখা ইত্যাদি কাজে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগন এ বিষয়ে একমত পোষন করেন এবং মামলা পরিচালনার জন্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আইন উপদেষ্টা প্যানেল নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সচিব জানান যে, ইতিমধ্যে জনাব আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন (এ,এম,আমিন উদ্দিন) সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আইন উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। তাঁর আবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং আবেদন পর্যালোচনা করা হয়।	সভায় আবেদন পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে সিটি কর্পোরেশনের মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য জনাব আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন (এ,এম,আমিন উদ্দিন) সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের আইন উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সচিব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

অতঃপর সভার সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৮/১২/২০১৯

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
মেয়র
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং-৪৬.১৯.০০০০.০০৪.০৬.০০১.১৯-৯৫৯/১(১২)

তারিখঃ ১৮/১২/২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ;

১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৩. প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৪. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৫. প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, জোন-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
৮. মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর (মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯. প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
১০. নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল), জোন-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।
১১. জনাব .....
১২. অফিস কপি।

১৮/১২/২০১৯

মো: মোস্তাফিজুর রহমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভা:)
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।